কৃত্তিবাস : কিছু তর্ক, কিছু কথা

পার্থ মুখোপাধ্যায়

১.

মানতে বাধা নেই, বাংলা সাময়িক পত্রিকা তার নামগত গাম্ভীর্য ছেড়ে, ওই খোলস ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছিল 'কল্লোলে'ও ততোটা নয়, যতোটা 'কৃত্তিবাসে'। এই অর্থে 'কৃত্তিবাস', পণ্ডিতরা বা সাহিত্যের দিগগজ ইতিহাসকাররা যা বলেন বলতে পারেন-ই, একটা আন্দোলন-ও বটে যদি 'আন্দোলন' শব্দটির অর্থ ধরা হয় একটা ওলোট-পালোট। এমন বোধহয় নেই একজনও যিনি বুকে হাত দিয়ে বলবেন 'কৃত্তিবাস' যাঁরা বার করতেন বাংলা আজকের লেখালেখি তাঁদের কাছে ঋণী নয়। আমাদের দেশে স্বাধীনতার পরের সময়ে, যখন জীবনানন্দ তাঁর সব থেকে প্রাখর্যময় লেখাগুলি লিখে উঠেছেন তখন, ওইসব আলোকদ্যুতিগুলি থেকে যে সময়ের তথা মূল্যবোধ ও রুচির বদলগুলি বেরিয়ে আসছিল তার জন্যে জরুরি ছিল একটা লঞ্চিং প্যাড, এবং বলতে আপত্তি নেই, 'কৃত্তিবাস' ওটুকু ওই ভাষাকে দিতে পেরেছিল। ফলে, এ-ই অর্থে 'কৃত্তিবাস' একটা আন্দোলন তো বটেই, যা আমাদের 'কল্লোল' এবং স্বাধীনতাপূর্ব চারের দশকীয় রাজনৈতিক আপ্লুতি এই উভয়ের প্রতি কোনো না কোনোভাবে ঢলে থাকা পরিস্থিতিকে মূল্যবোধগত ধাক্কায় সটান জানিয়ে দিতে পেরেছিল সময় বদলে গেছে এবং এখন যেটা চাই তা হল এই বদলে যাওয়াকে প্রকৃত অর্থে ধরার মতো ক্ষমতাবান লেখক। 'কৃত্তিবাস' এই এটাই আমাদের দিতে পারল, এই যাকে বলে বদলে যাওয়াকে ধরা—এটাই। আন্দোলন এই অর্থেই এবং এই অর্থে নয় যে, কৃত্তিবাস কোনো বাঁধাধরা সূত্র প্রণয়ন করে সূচনা করল নতুন লেখালেখির—যেভাবে কখনো কখনো ও দেশে দেখা গেছে সূচনা হয়েছে 'মুভমেন্ট'-এর।

□

তাহলে বলা গেল, 'কৃত্তিবাস'কে আমি আন্দোলন বলতে রাজি কেবল এই কারণে যে, এই পত্রিকাকে ঘিরে যে লেখক-কয়েকজন জড়ো হলেন তাঁরা আমাদের রুচি, মননগত অভ্যাস, ভাবনাপদ্ধতিকে নাড়া দিতে পারলেন যা অসম্ভব মূল্যবোধের বদল না হলে। এবং কারণ হিসেবে এটা খুব উড়িয়ে দেবার মতো নয়, বলা বাহুল্য। এই লেখায় আমরা মূলত চেষ্টা করব এই যাকে বললাম 'নাড়া' দেওয়া তার চরিত্রটাকে বুঝে উঠতে এবং তার মারফতই স্পষ্ট হয়ে উঠবে কৃত্তিবাস যদি কোনো আন্দোলন হয় তাহলে কী ছিল তার চরিত্র, সংক্ষেপে।

২.

মূল আলোচনায় ঢোকার আগে আরেকটা ব্যাপার আছে সলতে পাকানোর। 'কল্লোল'

এবং চল্লিশের রাজনৈতিক যে আপ্লুতির কথা বলেছি একটু সূত্রায়িত করা দরকার তার চারিত্রও, নাহলে 'কৃত্তিবাসের ধাক্কাটাকে বোঝা যাবে না পুরোপুরি। ওই আলোচনাও যথাসম্ভব সংক্ষেপে সারা যাক। আমাদের ভাষায় আলোচক-মহলে একটা বদ ধারণা প্রচলিত যে, 'কল্লোলে'র মূল ভাবনা-ভিত্তটা ছিল, পরোক্ষ হলেও, রুশ বিপ্লব। যাঁরা ওই আমলের লেখাপত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ তাঁরা জানবেন নিশ্চয় যে, ঘটনা এরকম ছিল না। বরং ঘটনা যেটা তা হল, 'কল্লোল' রবীন্দ্রনাথ থেকে নিজেদের আলাদা করার জন্যেই অনেকটা খুঁটি হিসেবে আঁকড়ে ধরে রুশ বিপ্লবকে এবং যেহেতু ওই ধরনের আঁকড়ে ধরার কোনো ভাবনা-ভিত এ দেশের সমাজ-কাঠামোতে ছিল না ফলে এতে যে লেখাপত্রের জন্ম হয় তা প্রথম পর্যায়ে কিছু মধ্যবিত্ত দেখানোপনা, যার নমুনা বিষ্ণু দে, যুবনাশ্বে বা প্রেমেন-অচিন্ত্যের লেখায় পাব আমরা, তাতেই ভরেছিল। এর বিপরীতে যে লেখালিখি হয়নি তা নয়, বাংলা ভাষা-সাহিত্যে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁদের যাবতীয় গণ্ডীবদ্ধতা নিয়েও, এর নমুনা এবং সর্বোপরি পরে এসে জীবনানন্দ-স্বয়ং—কিন্তু মনে রাখতেই হয় যে এঁরা কেউই তেমন কল্লোলীয় ধাঁচের নন বা হতে পারেননি। যেহেতু ইতিমধ্যেই যুদ্ধ, যুদ্ধ-পরবর্তী, আন্তর্জাতিক ও অন্তর্দেশীয় পরিস্থিতি এবং পরবর্তী ২ নম্বর যুদ্ধ সামাজিক দিক দিয়ে তার কাজ করেই চলেছিল ফলে চল্লিশে ওই যাকে বলছি রাজনৈতিক আপ্লুতি, ওই ব্যাপারটা আসে এবং বলা বাহুল্য প্রায় যেন নতুন একটা দেখার চোখ, এক ধরনের নয়া মূল্যবোধ গড়ে উঠতে যাচ্ছে বা উঠল গড়ে এমন আঁচ পাওয়া যেতে থাকে। 'কৃত্তিবাস' এই দুটোকেই ডবল ধাক্কায় ধূলিসাৎ করল এমন না বলে বরং বলা উচিত 'কৃত্তিবাসে' কল্লোলের মধ্যবিত্ত ভাবনাভূমিই চল্লিশের রাজনৈতিক বোধকে নিজের মধ্যে গ্রাস করে উঠে এল নতুন চেহারায়। এবং এই অর্থেই 'কৃত্তিবাস' আন্দোলন হয়ে উঠল যে, এখানে জমায়েত লেখককুল যে ভাবনাভূমি আমাদের উপহার দিলেন তা মূল্যবোধের দিক থেকে সম্পূর্ণ নতুন অ্যাটিচুডের, আঙ্গিকের দিক থেকেও যা, বলা বাহুল্য, নিন্দিত অর্থে—পুরনো নয়। জীবনানন্দ যাকে বলবেন, 'নতুন সময়ের জন্যে নতুন, ও নতুন ভাবে নির্ণীত পুরনো মূল্য, নতুন চেতনা ও নতুনভাবে আবিষ্কৃত পুরনো চেতনা'-র সারাৎসার, 'কৃত্তিবাসে' তা জড়ো হয়েছিল—'কবিতা'য় যা হতে পারেনি, পরে 'কলকাতা' বা সমসময়ের 'শতভিষা' ইত্যাদিতেও পারেনি তেমনভাবে খুব ঝলসে উঠতে। এর অর্থ এই নয় অবশ্যই যে, আমি বলতে চাইছি উল্লিখিত অন্যান্য পত্রিকাগুলির স্থান ওই ভাষায় নগণ্য। এমন নয় ঠিক কথা, কিন্তু যে নতুন ও নতুনভাবে নির্ণীত পুরনো মূল্য, নতুন ও নবাবিষ্কৃত পুরনো চেতনা 'কৃত্তিবাসে'র পাতায় ঝলসে উঠল তা তীব্রতার দিক থেকে তথাকথিত 'শুদ্ধতা'পন্থী 'শতভিষা' বা কিঞ্চিদধিক তিরিশেরই ভাবনায় লালিত 'কবিতা', যা তখন কবিতা-লিখিয়েদের কাছে শোনা যায় ছিল স্বীকৃতির সোপান-স্বরূপ, এসবে ছিল না। বলতে গেলে 'কৃত্তিবাস' যে একটা আন্দোলন তার কারণও এ-ই, আর কিছু নয়।[১] অর্থাৎ এখানে নতুনভাবে আবার

একটা সুযোগ ছিল, বা বলা ভাল, সুযোগটাই একমাত্র ছিল, প্রশ্নগুলো তোলার ব্যাপারটা ছিল যা নেহাত কম কথা নয়—আমাদের মতো কোনো একটা দেশের ভাষা-সাহিত্যের পক্ষে।

৩.

'কৃত্তিবাস' পত্রিকার জীবৎকাল যা-ই হোক বর্তমান আলোচনায় আমরা ধরব মূলত এ কাগজের প্রথম পর্যায়টিকেই কেবল, পরের ধাপগুলিকে নয় যখন পত্রিকাটি হয়ে আসছে আর পাঁচটি ছোট পত্রিকার মতোই, সাধারণ। এবং 'কৃত্তিবাসে'র এ পর্যায়টির সময়কালও নেহাত কম নয়, ১৯৫৩ থেকে '৬৮ পর্যন্ত পঁচিশটি সংখ্যা মোট।[২]

'কৃত্তিবাস' প্রথম সংকলনে বলা হয়েছিল দেখা যাচ্ছে, 'কৃত্তিবাস বাংলাদেশের তরুণতম কবিদের মুখপত্র।' ও'রা সরাসরি জানিয়েছিলেন 'একেবারে তরুণদের সার্থক না হলেও ভালো নতুন কবিতার গতিপথের একটা নিরিখ যাতে পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে তাদের কবিতা এখানে একত্র করা হবে। এবং আসল কথা হল তরুণদের একটি গোষ্ঠী বা দল গড়ে ওঠা।' ও'দের মনে হয়েছিল 'বিভিন্ন তরুণদের বিক্ষিপ্ত কাব্য প্রচেষ্টাকে সংহত করলে—বাংলা কবিতায় প্রাণছন্দের উত্তাপ নতুন আবেগে এবং বলিষ্ঠতায় লাগতে পারে এবং সকলের মধ্যে প্রত্যেকের কণ্ঠস্বরকে আলাদা করে চেনা যেতে পারে।' যে কটি কথা উদ্ধৃত হল তা থেকে, একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে, কয়েকটি জরুরি পয়েন্ট বেরিয়ে আসছে যা বাদে 'কৃত্তিবাস' ব্যাপারটাকেই সঠিক ভূমিতে ধরা সম্ভব না ; ১. তরুণতম[৩], ২. সার্থক না হলেও ভালো নতুন কবিতার গতিপথ ও তার নিরিখ এবং ৩. বিক্ষিপ্ত কাব্যপ্রচেষ্টাকে সংহত করা—এবং এটা করা তরুণদের একটি গোষ্ঠী বা দলে। একবারও দাবি করা হয়নি তাহলে যে, যা লিখছেন তরুণরা তা সার্থক বরং বলা হল, সার্থক না হলেও তা ভালো নতুন।[৪] অর্থাৎ মূল পয়েন্ট ছিল দেখা যাচ্ছে 'ভালো নতুন'। এই কথাটাকে ব্যাখ্যা করার, ভালো বা নতুনের জন্য নতুন কোনো সংজ্ঞা খোঁজার চেষ্টাও করা হয়নি। এবং আমার মতে কৃত্তিবাসের বিষয়ে যেসব গালগল্প প্রচলিত আছে তার পাতাকুটো সরিয়ে যদি এখন জিনিসটাকে ঝকঝকে করে বাইরে আনতে হয়ই তাহলে বলতেই হবে 'কৃত্তিবাস' সার্থক লেখার দিকে না গিয়ে ওই ভালো নতুনের দিকেই চলে গিয়েছিল যেটা তার, একইসঙ্গে শক্তি এবং হয়ত দুর্বলতারও উৎস। এবং কী যে ছিল ওই 'ভালো নতুন'-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তা যদি টের পেতে হয় তাহলে, আমার ধারণা, আমাদের মনে রাখতে হবে 'কৃত্তিবাসে'রই ১৫ নং সংখ্যায় সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের রচনাটি, যেখানে অস্বস্তিতেই যেন উনি বলছিলেন 'নতুন সাহিত্যভাষা'র কথা'।[৫] সন্দীপনকে ওখানে দেখেছি মেনে নিচ্ছেন জীবনানন্দের অপ্রত্যাশিত ভাষার কথা, যা বাদে সত্যিই বাংলা কবিতার গত্যন্তর ছিল না কোনোরকম ; এবং এতদিনে বোধহয় টের পাওয়া গেছে এ-ও যে, এ কেবল কবিতাতেই না গদ্যেও এনেছিলেন উনি : প্রমাণ, সুতীর্থ থেকে কারুবাসনা-সহ বাকি সব রচনাগুচ্ছ। কিন্তু, কথা এ' না ; প্রশ্ন হল—ওই 'ভালো নতুনের চেহারা ! আমার মতে, কৃত্তিবাসের পাতা থেকে, ওই সময়কার, কিছু রচনা এলোমেলো তুলে

নিলেই চেহারাটা বোধহয় আঁচ করা চলে—১. সুবর্ণরেখার জন্ম[৬] ২. দিনগুলি রাতগুলি[৭] ৩. দীপক মজুমদার, কিয়দংশে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন[৮] উৎপল বসু আর শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায় ৪. সর্বোপরি বিনয়—বিনয় মজুমদারের লেখাপত্র।[৯] উদ্ধৃতিভারে জর্জরিত করতে চাইছি না এ রচনা, যাঁদের নাম বলা হল 'কৃত্তিবাস' থেকে তাঁদের বেরুনো ওই সময়কার লেখালেখি একটু ঘেঁটে নিলেই কী বলতে চাই মালুম হবে। বলতে বাধা নেই, এঁদের লেখার আঙ্গিক, অনেক সময় ভাষা ব্যবহারও এমনকি, পেছনদিককার কারো কারো কথা মনে পড়িয়ে দেয়; কিন্তু এখানেও কথা হল, যেমন জীবনানন্দও মানতেন যে, 'পুরোনো পদ্ধতিতে কবিতা লিখলেই সেটা নিরর্থক হয় না'—দেখতে হবে তার যে মূল কবিতাবস্তু তার চরিত্রকে। সময় বা কাল যা পারে তা হল ওই 'মূল কবিতাবস্তু'র চেহারাটাকেই ওলোটপালোট করে দিয়ে সূচনা করতে আরেক কোণের, যেখান থেকে পুরনো পদ্ধতিতে লেখা কবিতারই চেহারা যায় বদলে। এবং বলতে কী, নতুন সাহিত্যভাষারও জন্ম হয় এই ভূমি থেকেই, মূলত। কৃত্তিবাস, যাঁদের এবং যে কটি লেখার নাম করা গেল এখানে তার ভেতর দিয়ে, এই ব্যাপারটারই সূচনা করল এককথায়। ১৯৫৩ নাগাদ ওঁর লেখায়[১০] জীবনানন্দকে আমরা বলতে শুনেছিলাম এমন যে, 'দশ-বারো বা পনেরো বছর পরে ওই-কালের বাংলা কবিতার আরো সংগত পরিচয় পাওয়া যাবে আশা করা যায়'। উনি এমনকি এও বুঝেছিলেন যে, 'রবীন্দ্রনাথের পরে আধুনিক কালে কবিতার যে যুগ চলছে তা স্তিমিত হয়ে পড়েছে', যদিও এবিষয়ে কোনো স্পষ্ট মীমাংসার কথা বলেননি তিনি, তবু। এবং কী অদ্ভুত, ওই ১৯৫৩ (১৩৬০)-তেই প্রথম বেরুচ্ছে 'কৃত্তিবাস', যখন তিনি লিখছেন 'বাংলা কবিতা পরে—হয়তো অদূরেই—যা হবে তার আলো এত দিনে কিছু কিছু এসে পড়বার কথা আধুনিক কবিতাকে সপ্রতিভ ও সজাগ করে তোলবার জন্যে; এসেছে বলে মনে হচ্ছে না।' এই আলো যে ঠিক কেমন, কী রকম চরিত্র তার, যেটা আমরা টের পেতে পারলাম যখন আমাদের মুখোমুখি হতে হল 'বাস্তবিক, ভাষা-দ্বারা যা-কিছু হবার হয়ে গেছে, তুমুল সাহিত্য হয়ে গেছে, ভাষা দিয়ে আর কিছু হবার নেই—এই বোধ থেকেই আধুনিক সাহিত্যের পুনর্জন্ম হবার কথা মানে আমি বলছি যদি তা আদৌ হয়'[১১] এই ধারণাকে চূড়ান্তভাবে নিজের মনে টের পেতে পেতে লিখে ওঠা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বা শক্তি চট্টোপাধ্যায়-বিনয় মজুমদারদের লেখালেখির, যা একটাই কথা বারবার হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিল যে, "আমরা এমন একটা ভাষা চাই, এমন একটা ভাষা আছে, আমরা টের পাই যা আমাদের মধ্যে আমাদের ঐরূপ শরীরময় জীবনের জন্যে চিন্তা করে। সম্ভবত এটাকে ভাষা বলা যাবে না, বোধকরি 'এটা অভাষা'"[১২] অনেকের আপত্তির সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমি বলতে বাধ্য, এই 'অভাষা'র দিকে অনতিক্রম্য ঢলে পড়া থেকেই পরে এসে হার্ংরি জেনারেশনের জন্মও হয়েছে এ সাহিত্যে, যারা আর যাই হোক সৎভাবে এটুকু বলতে ও বলাতে পেরেছিল যে, 'জীবন' জিনিসটাকে

প্রকাশ করার ভাষা পাওয়া যাচ্ছে না; যেসব ভাষা বা শব্দ চালু আছে, তারা জানিয়েছিল, সেগুলো দিয়ে কাজ চলবে না।

৪.

আলোচনার এই শেষতম পর্বে এসে আবার ফিরে যাই শব্দটির কাছে, যে, 'আন্দোলন'। যতোই এলোমেলো হোক তবু এ লেখায় দেখানোর চেষ্টা করা গেল সেই লঞ্চিং প্যাডটিকে, যেখান থেকে জীবনানন্দোত্তর বাংলা লেখালেখির সূচনা। 'আন্দোলন' শব্দটি পছন্দ হচ্ছে না আমার, পছন্দ হচ্ছে না কারণ এর গায়ে শ্যাওলা, বহু-ব্যবহার, জীর্ণতা। অভাষা দিয়ে জীবনকে ছোঁবার চেষ্টা, ব্যর্থ হোক না তা, তাকে কি ওরকম কোনো মোড়কে বন্দী করতে পারা যায়: প্রশ্ন! তবু, আন্দোলনের অর্থ যদি হয় ওই 'ভালো নতুন'—যা 'সার্থকে'র চেয়ে অনেক দূরেরও কখনো কখনো, এবং 'অপ্রত্যাশিত' কিছুর উঠে আসা, যা পরিচ্ছন্ন কোনো বিশ্বাসভূমি ব্যতিরেকেও তৈরি করে তুলতে পারে গোটা একটা ভবিষ্যতকাল, তাহলে বললে ভুল হবার নয় কোনো যে, 'কৃত্তিবাস' একটা আন্দোলনই—যেখান থেকে আমরা রবীন্দ্রোত্তর কবিতা বা সাহিত্য হতে স্পষ্ট করে পা বাড়াতে পেরেছি জীবনানন্দোত্তরের পথে, খানিকটা হলেও। □

টীকা

১. এই অংশে আমার যে বক্তব্য তা উত্তর-আধুনিক বলে পরিচিতদের ব্যাখ্যার সঙ্গে এক করে দেখা ভুল, কেননা 'কল্লোল'-পক্ষীয়দের ওঁরা যে চোখে ভিলেন হিসাবে দেখেন তা মানা কঠিন, যেমন কঠিন বৈষ্ণব পদাবলী-বিষয়ে ওঁদের ব্রাহ্মণ পুরোহিত-সুলভ ছুৎমার্গীতাকেও মেনে নেয়া। এখানে কেবল 'কল্লোলের' ধারার প্রবণতাকেই চিহ্নিত করার চেষ্টা হল, যা ভুল হতেই পারে সন্দেহ নেই।

২. একটা সাফাই-ও এখানে গেয়ে রাখার যে, এ'লেখায় আমরা 'কৃত্তিবাসের' জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে নানাজনের কাছ থেকে নানা সময়ে শোনা ওই গল্পটি নিয়ে একেবারে মাথা ঘামাব না। ডি. কে. র সহায়তায় এ কাগজটি কীভাবে যে বেরিয়েছিল ১৩৬০-এর শ্রাবণে তা ধরে নিচ্ছি, সবাই না হলেও, অনেকেই জানেন। যাঁরা জানেন না তাঁরা প্যাপিরাস থেকে বেরুনো 'কৃত্তিবাস' সংকলন দুটির প্রথম পর্বে- (পৃ. ৫-১৩)-র পাতা উল্টে গল্পটি জেনে নিতে পারেন।

৩. শঙ্খ ঘোষও জানিয়েছেন, 'তরুণচিনির্বিশেষে সব তরুণেরই কবিতা ছাপা হতো ওখানে' (কৃত্তিবাসে) ওঁর একটি রচনায়, যার ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন সুকান্ত চৌধুরী ও. ইউ. পি. থেকে বেরুনো 'ক্যালকাটা, দ্য লিভিং সিটি'র পাতায়।

৪. পাঠক, জীবনানন্দের যে মন্তব্য খানিক আগে উদ্ধৃত করেছি মাথায় রাখুন। উনি যে 'নতুন সময়ের জন্যে নতুন' ব্যাপারটার কথা বলেছেন সেখানেও 'সার্থক'-তার প্রশ্নটা, দেখা যাবে, উহ্য আছে।

৫. সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' রচনাটির কথা বলছি আমি।

৬. যেখানে তিনি লিখছেন দুর্লভ সুখে গলে গলে শূন্যে পৌঁছোনোর কথা, যে শূন্য, যে প্রেমের ধারণা উন্মাদ-তিরিশে কারো কারো থাকলেও তা মূর্ত হয়নি। বরং ছন্দ-তারল্যে ভেসে গেছিল—প্রমাণ, বুদ্ধদেব বসুর লেখাপত্র বা অচিন্ত্যের। এবং ছন্দের নিরীক্ষাতে সে লেখা উতরোলেও যেতে পারেনি সেই দার্শনিক গভীরতায়, যা নিছক রোমান্টিকতার চাইতে বেশি কিছু। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'সুবর্ণরেখার জন্ম', আমার মতে, প্রথম ধাক্কাটাই রেখেছিল সেইখানে যাকে আমরা বলব অ্যাটিচুড, যা বদলে দিতে পারে সাহিত্যভাষার গতিমুখ।

৭. দেখা যাচ্ছে পত্রিকার তিন নম্বর-সংখ্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাবই নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অমিয়বাবুর লেখায় শব্দের কিছু ব্যবহারের দিকে নজর ফিরিয়ে দিয়েছিলেন পাঠকের ; আমার মতে, শঙ্খ ঘোষের 'দিনগুলি রাতগুলি'র কিছু শব্দ ব্যবহারও এই অপ্রত্যাশিত এবং অচেনা-রকম নতুন অথচ যা, ওই 'অচেনা মনে হয় না, অসরল মনে হয় না।'

৮. অলোকরঞ্জন, যিনি তখন লিখেছিলেন, 'দু'দিকে বয়স চলে অসম্পন্ন খেজুরের সার। দু'দিকে বয়স চলে : আমাদের পথ মাঝখানে,' ইত্যাদির মতো ওইসব লেখাপত্র যার নতুনতা, ভালো নতুনতা বটে, এ নিয়ে প্রশ্ন তোলা নিরর্থক।

৯. বিনয় মজুমদারকে নিয়ে কৃত্তিবাসেই বলা হয়েছিল, 'ওঁর কৃপায় আমরা অনেক নতুন অভিজ্ঞতা আস্বাদনে সমর্থ হয়েছি, বিনয় মজুমদারের আবির্ভাব তিরিশের কবিদের পর বাংলা কবিতার ইতিহাসে প্রধানতম ঘটনা।' জ্যোতির্ময়ের এই পংক্তিমালা পাঠ করতে করতে যদি কারো বুদ্ধদেব বসুর 'শার্ল বোদলেয়ার' ও আধুনিক কবিতা'র প্রথমাংশ স্মরণে আসে তা অবিশ্যি বাড়াবাড়ি তবু এতো ঠিক যে বিনয়ের মধ্যেই প্রথম আমরা পেলাম সেই মহাকবিতার ছোঁয়া যার উল্লেখ একদা জীবনানন্দে পেয়েছিলাম আমরা। অবশ্য এক্ষেত্রে 'অনন্ত নক্ষত্রবীথি…'র শক্তি চট্টোপাধ্যায়কেও স্মরণে রাখা দরকার, বলতেই হবে।

১০. অসমাপ্ত আলোচনা : 'কবিতার কথা'/পৃ. ১৩৫

১১-১২. 'সুহাসিনীর পমেটম'-বিষয়ে সম্ভবত সর্বপ্রথম লেখায় এমন সব কথা আছে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের। তখন অন্তত উনি এরকমই ভাবতেন।